১৮ এপ্রিল ২০১৩

পলিসি ব্রিফ

বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভূমিকা

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। একইভাবে আগামী দশম সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা বিষয়ে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদ বহাল রেখে অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের সম্ভাবনা বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকসহ অনেকেই সংশয় প্রকাশ করছেন। প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে অনড়। সরকার ও বিরোধী দলের বিপরীতমুখী অবস্থানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা ও সংঘাত ক্রমবর্ধমানভাবে জাতীয় জীবনে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ১২ এপ্রিল ২০১৩ একটি কার্যপত্র প্রকাশ করা হয় (http://www.ti-bangladesh.org/)।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রণীত এই কার্যপত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা, বিভিন্ন সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো বিশ্লেষণ, নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন আলোচনা, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রচলিত কাঠামোসমূহের কার্যকরতা বিশ্লেষণ, এবং নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, যৌক্তিকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই কার্যপত্রের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ধরনের পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ প্রয়োজন, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চা ও আচরণ তার জন্য অনুকূল নয়; নির্বাচনী ফলাফলকে একদিকে প্রভাবিত করা এবং অন্যদিকে গ্রহণ না করার মানসিকতার কারণে নির্বাচনকালীন সরকারের ওপর আস্থার অভাব একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা, উচ্চ আদালতের সংক্ষিপ্ত রায় অনুযায়ী, বাংলাদেশের জন্য 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'র দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে, যদিও একই সাথে এ ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দশম সংসদ নির্বাচনে সকল দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন জাতীয় প্রাধান্য। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনা ও আলোচনার সহায়ক হিসেবে টিআইবি নির্বাচনকালীন সরকার প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাব করছে। **উল্লেখ্য এ প্রস্তাবনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক বা দলীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছে না, বরং জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে গঠিত সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকালীন সরকার গঠনে সম্ভাব্য একাধিক বিকল্প প্রক্রিয়া ও কাঠামো তুলে ধরেছে, যেন আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।**

প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো ও প্রক্রিয়া

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি ও নির্বাচনকালীন সরকার

নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের জন্য সংসদের স্পিকারের উদ্যোগে দুই জোটের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক (মোট চারজন বা ছয়জন অথবা উভয় পক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সংখ্যক) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি (Parliamentary Consensus Committee) গঠন করা হবে। স্পিকার ঐকমত্য কমিটির জন্য মনোনয়ন আহ্বান করলে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত সদস্যদের তালিকা স্পিকারের কাছে হস্তান্তর করবে। স্পিকার এই কমিটির প্রথম সভা আহ্বান করবেন। সংসদীয় ঐকমত্য কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে সদস্য মনোনয়ন দিতে হবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ মোট ১১ সদস্যের তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য এই কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। কমিটি সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে গঠিত হয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করবে, যাতে সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে উক্ত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারেন। নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের সাথে সাথে কমিটি অকার্যকর হয়ে যাবে।

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি কর্তৃক নির্বাচনকালীন সরকার মনোনয়ন

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে ঐকমত্যের মাধ্যমে সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কমিটি বহির্ভূত একজন ব্যক্তিকে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে মনোনীত করবেন। উক্ত প্রধান একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অথবা অনির্বাচিত ব্যক্তি হতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে কমিটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে অনধিক ৩ জন ব্যক্তির একটি তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন। ঐকমত্য কমিটি প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার অপর ১০ জন সদস্যের একটি তালিকাও প্রণয়ন করবেন । এক্ষেত্রে কমিটি দু'টি বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেনঃ

- ✓ ***বিকল্প 'ক'***: উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করা হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক জোট থেকে ৫ জন করে মোট ১০ জন)
- ✓ ***বিকল্প 'খ'***: বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে উভয় জোট থেকে সদস্য মনোনীত করা হবে

উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির যে কোনো একটি অনুসরণ করে যাদেরকে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হবে তারা ঃ ১)শুধু সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মনোনীত হতে পারেন, অথবা **২)** সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত উভয়ধরনের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত হতে পারেন, অথবা **৩)** শুধু অনির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত হতে পারেন। তবে কোনো ক্ষেত্রেই ঐকমত্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে কেউ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে আসতে পারবেন না।

নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য

সরকার প্রধান বা মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করার ক্ষেত্রে কমিটিকে নিম্নলিখিত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হবে ঃ

- ❖ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করতে হবে
- ❖ অনির্বাচিতদের ক্ষেত্রে উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ, জাতীয় পর্যায়ে প্রশংসিত, সৎ, আস্থাভাজন, পেশাগত জীবনে সুখ্যাত এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করতে হবে

উল্লেখ্য, ঐকমত্য কমিটি প্রস্তাবিত সরকার প্রধান মনোনয়নের পূর্বেই মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্য নির্বাচিত করে তাঁদের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার প্রধানের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। অথবা প্রথমে সরকার প্রধানের নাম চূড়ান্ত করে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ১০ জন সদস্যের নাম চূড়ান্ত করতে পারবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের এখতিয়ার

- ❑ প্রস্তাবিত এই সরকারের মেয়াদ হবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিন।
- ❑ এই ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। শুধু গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ❑ এই সরকারের কোনো সদস্য দশম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তারা দশম সংসদে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ঐ সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সরকারি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।
- ❑ এই সরকার শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক অপরিহার্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। বড় কোনো প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, কূটনৈতিক বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া এবং দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতে বিরত থাকবে।
- ❑ সরকারপ্রধান নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করবেন।
- ❑ নির্বাচনকালীন সরকারের সকল সদস্য সব ধরনের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির ভূমিকা

রাষ্ট্রপতি তাঁর ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্বের পাশাপাশি:

- ✓ সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে স্পিকারের মাধ্যমে প্রেরিত অনধিক ৩ জন ব্যক্তির তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।
- ✓ ঐকমত্য কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে আহ্বান করবেন।

- ✓ নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিতর্কের সমাধানের প্রয়োজনে উক্ত সরকারকে পরামর্শ দিবেন।
- ✓ গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ✓ নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সদস্যদের কোনো সদস্যকে অপসারণ বা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- ✓ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটকে সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১. প্রস্তাবিত কাঠামো ও প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হলে রাজনৈতিক দলগুলো একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে।

২. নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রতি সকল দলের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩. প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো ও প্রক্রিয়া যদি গৃহীত হয় তবে দশম সংসদ নির্বাচনসহ পরবর্তী একাধিক নির্বাচনে তা কার্যকর করার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে গণভোটের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

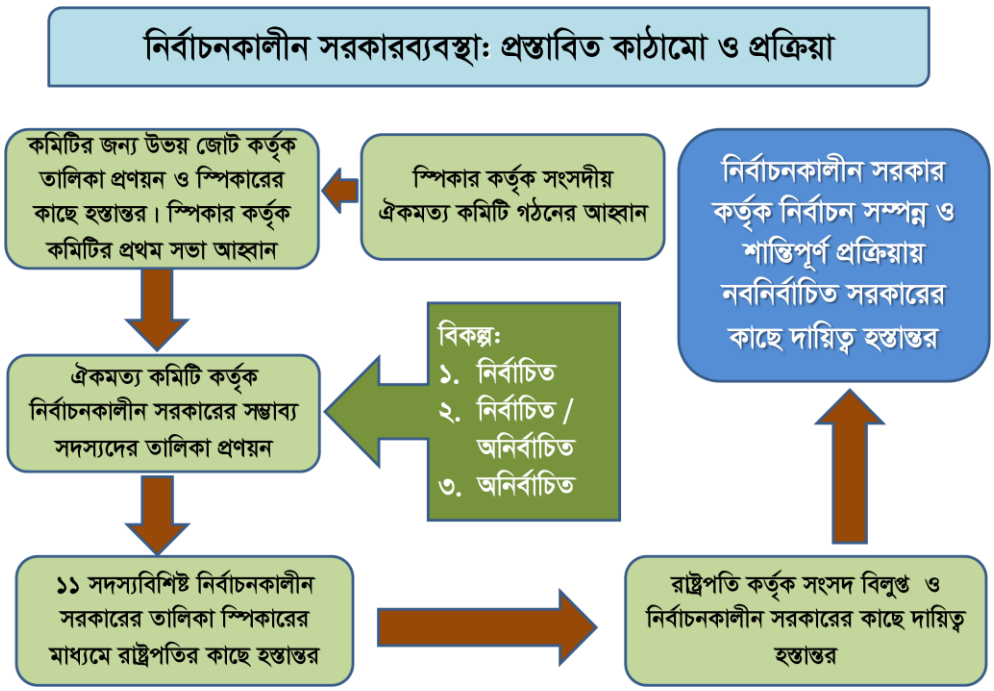

এ প্রক্রিয়া ও কাঠামোতে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকার ওপর প্রাধান্য দিয়ে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠতার সাথে সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্যতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একদিকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় সংসদীয় ঐকমত্য কমিটিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে নির্বাচনকালীন সরকারে মনোনয়নের জন্য একইভাবে যেমন জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তেমনি বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট করার সুযোগ রাখা হয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্য কারা হবেন তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি যেহেতু মূল ভূমিকা পালন করবে তাই গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনা উত্তম। তবে এ প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আলোচনার জন্য উপাদান উত্থাপন করা। ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪ ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org ; ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org